মুক্তমন ও মুক্তমনা - ১৪

আবারো বুয়েট প্রসঙ্গ

প্রদীপ দেব

বুয়েটের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হবার একটি সুযোগ এসেছিলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর। ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারলে ছাত্র হতে পারতাম বুয়েটের। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করার সাথে সাথেই সে সম্ভাবনা মরে গেছে। অজপাড়া গাঁয়ের আদার বেপারির সাথে জাহাজের সম্পর্ক যেরকম, আমার সাথে বুয়েটের সম্পর্কও মোটামুটি সেরকম। কিন্তু আদার বেপারির জাহাজ ভালো লাগতে পারবে না এরকম কোন কথা নেই। বুয়েটের প্রতি আমার একধরনের ভালোলাগা শ্রদ্ধাবোধ আছে। থাকার কারণ প্রধানত দুটো। প্রথমতঃ বুয়েটে যারা পড়ার সুযোগ পান - তাঁরা মেধার ভিত্তিতেই পান। আমি বিশ্বাস করি বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় কখনো দুর্নীতি হয়না। দ্বিতীয়তঃ বুয়েটে যাঁরা পড়ানোর সুযোগ পান - তাঁরাও মেধার ভিত্তিতেই পান। বুয়েটের বিভিন্ন বিভাগ থেকে পাস করে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরাসরি বুয়েটের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পাওয়া বর্তমান বাংলাদেশে কেবল বুয়েটেই সম্ভব। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার সাথে বুয়েটের তুলনা করলে বুয়েটের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তো জাগবেই। তাই বুয়েটের স্টুডেন্ট ও টিচারদের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও কিছুটা বেশি থাকে। আর সে কারণেই বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা ফুটবল খেলা দেখার জন্য ইউনিভার্সিটি বন্ধ করার আন্দোলন করলে এবং সে আন্দোলনে সফল হলে আমরা খুশি হতে পারি না। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি ঘটনা। বুয়েট এখন আবার বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হবার পেছনের ঘটনাটি বুয়েটের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্মানজনক নয় মোটেও।

পরীক্ষা পেছানোর দাবীতে বুয়েটের টিচারদের বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে ছাত্ররা (ছাত্রীরা ছিলেন কি?)। একজন প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষকের লেখা (*বুয়েটের মর্যাদা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না, প্রথম আলো, ৫ আগস্ট, ২০০৬*) ও একজন অধ্যাপকের স্ত্রীর লেখায় (*বুয়েটের ছাত্রদের দ্বারা আহত একজন অধ্যাপকের স্ত্রীর কিছু প্রশ্ন, ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট, ২০০৬*) ৩০ জুলাই রাতে বুয়েটের ছাত্রদের যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে - তা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথম আলোতে বুয়েটের কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামতও প্রকাশিত হয়েছে (*আমরা চেয়েছিলাম পরবর্তী সেমিস্টার দ্রুত শুরু হোক, প্রথম আলো, ৫ আগস্ট, ২০০৬*)। শিক্ষার্থীদের মতামতটি খোঁড়া যুক্তি ও স্ববিরোধিতায় ভরা। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বুঝতে পারছেন যে তাঁরা যা করেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। ৪৭ দিন ফুটবল-ছুটি, তারপর ১৭ দিনের প্রস্তুতিকালীন ছুটিও যথেষ্ঠ নয় তাঁদের! পরীক্ষা আরো পিছিয়ে তাঁরা নাকি চেয়েছিলেন পরবর্তী সেমিস্টার দ্রুত শুরু করতে! আবার তাঁরাই যুক্তি দেখাচ্ছেন, *আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার যদি এতই সদিচ্ছা থাকত, তাহলে বিশ্বকাপের সময় কেন নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন না?* বুয়েটের এই মেধাবী ছাত্ররা মনে করেন, *বুয়েট ঐতিহ্যগতভাবে চলে। অতীতে যা হয়েছে, বর্তমানে তা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা হবে।* তারমানে বুয়েটে কখনোই ঠিক সময়ে পরীক্ষা হতে দেয়া হবে না? পরীক্ষা পেছানোর দাবীতে ভাঙচুর চলতেই থাকবে? আচ্ছা, এঁরাই কি বুয়েটের সকল ছাত্রছাত্রীর কণ্ঠস্বর?

বুয়েটের ঘটনা প্রসঙ্গে আনিসুল হকের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে প্রথম আলোতে (*বুয়েটঃ উপসর্গ নয়, রোগের কারণ দূর করতে হলে, প্রথম আলো, ৮ আগস্ট, ২০০৬*)। আনিসুল হক ভালোমন্দ সরাসরি কিছুই না বলে আসলে কোন্ পক্ষ সমর্থন করলেন বুঝতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন, *এই প্রতিষ্ঠানের*

একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি বলতে পারি, ফুটবলের প্রতি সীমাহীন আসক্তি নয়, প্রবল পরীক্ষাভীতিই এ ঘটনার আসল কারণ। তার মানে হলো - বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা মিথ্যা অজুহাতে ছুটি নিয়েছে। যার সহজ মানে দাঁড়ালো তাঁরা অসৎ। (এর প্রমাণ আনিসুল হকের লেখাতেই আছে - সরকারি চাকরি পেলে ঘুষ খাবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯০ ভাগ বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা ঘুষ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে প্রকাশ্যে।) আমি বুঝতে পারি না - এমন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এরকম আচরণের কারণ কী।

বুয়েটে ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক খুবই খারাপ এবং তা অনেক দিন থেকেই খারাপ। অথচ বুয়েটে যাঁরা শিক্ষক হন তাঁদের বেশির ভাগ বুয়েটেরই ছাত্রছাত্রী। একজন ছাত্র পাস করার পর শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেই ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবার কারণ কী? প্রথম আলোতে প্রকাশিত তরুণ শিক্ষকের লেখা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বুয়েটে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই দুটো ভাগ। একভাগ বরাবরই সিরিয়াস, পরীক্ষাভীতি তাঁদের নেই। পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনও তাঁরা পছন্দ করেন না, কিন্তু চাপে পড়ে মেনে নেন। নিজেদের যোগ্যতায় তাঁরা ভালো রেজালট করে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু তাঁরা জানেন যে পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনে কারা নেতৃত্ব দেন, কেন দেন। ফলে কিছু ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাঁদেরও সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে।

আনিসুল হক লিখেছেন, *সারা পৃথিবীতে বুয়েটের ছেলেমেয়েরা ভালো করছে*। আমিও একমত। তবে আমার মনে হয় বুয়েটের সব ছাত্রছাত্রীরা নন, কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী। এবং আমার আরো মনে হয়, যাঁরা ভালো করছেন - তাঁরা পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন বা শিক্ষকদের বাসা ভাঙচুরে জড়িত থাকেন নি কখনো।

উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এরকম ঘটনা ঘটে কেন? কেন আমাদের দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে কোন একাডেমিক সেশানের নির্দিষ্ট কাঠামো নেই? পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ইউনিভার্সিটির ক্লাস শুরু হয়, পরীক্ষা হয়। আমাদের দেশেও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট নিয়মেই সবকিছু চলে। তবে উচ্চ শিক্ষায় এ অব্যবস্থা কেন? এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করা না হলে - এরকম চলতেই থাকবে।

(মাধ্যমিক পরীক্ষা অক্টোবর/নভেম্বর মাসে শেষ করে - ডিসেম্বরের মধ্যে রেজালট দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি থেকে উচ্চমাধ্যমিকের ক্লাস শুরু করা যায়। অক্টোবর/নভেম্বরে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে ডিসেম্বরে রেজালট দেয়া যায়। জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি থেকে ইউনিভার্সিটির সেশান শুরু করা যায়। সত্যিকারের একাডেমিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন করা যায় এবং তা অনুসারে শিক্ষাকার্যক্রমও চালানো যায়। শিক্ষাকে রাজনীতির বাইরে রাখা যায়। আসলে সদিচ্ছা থাকলে করা যায় - অনেক কিছুই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের ক্ষমতা আছে - তাঁদের সদিচ্ছা নেই, যাঁদের সদিচ্ছা আছে, তাঁদের ক্ষমতা নেই। যদি ক্ষমতা ও সদিচ্ছা একসাথে থাকতো - বুয়েটের ঘটনার মতো ঘটনা আর কখনো ঘটতো না।)

---

৮ আগস্ট ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া